ও সমরবাদী সরকারকে সমর্থন করে (যেমন স্পেন-এ জেনারেল ফ্রাঙ্কো, কম্বোডিয়ায় জেনারেল লন নোল, পাকিস্তান-এ আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও জিয়া উল হক) নিজের ভাবমূর্তি যেমন মলিন করেছিল, তেমনি সোভিয়েত রাশিয়াকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। অন্যদিকে, মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর ছিল। গ্যাব্রিয়েল কলকো[৬] বলেছেন, আমেরিকা বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের পর থেকে তার পরিকল্পিত মুক্তপন্থী বাণিজ্য অর্থনীতির দ্বারা একতরফা বিশ্ব অর্থনীতিকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। এই পরিকল্পনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব কর্ডেল হাল। এই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণবাদও সোভিয়েত কর্তৃত্বকে বিচলিত করেছিল। কট্টর সংশোধনবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্বে মার্কিন আধিপত্যবাদের লাগামহীন অগ্রগতিই ছিল ঠান্ডা লড়াই-এর অন্তর্নিহিত কারণ।

বাস্তবধর্মী ভাষ্য (Objective view)

ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত ঐতিহ্যপন্থী ও সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকারদের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছেন একদল গবেষক-ঐতিহাসিক। এই অন্তর্বর্তী ধারার ভাষ্যকাররা 'বাস্তবধর্মী' হিসেবে পরিচিত এবং এই গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিকরা কোনো এক পক্ষকে চূড়ান্তভাবে ঠান্ডা লড়াই-এর জন্য দায়ী করেন না। এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনার জন্য হয় প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই দায়ী ছিল নতুবা কোনো পক্ষই দায়ী ছিল না। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যানস্ জে. মর্গ্যানথো ও লুই জে. হ্যালে। হ্যালের মতে ঠান্ডা লড়াই কোনো আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল না, আবার এটি কোনো অভিনব ঐতিহাসিক প্রবণতাও ছিল না। তিনি এই স্নায়ুযুদ্ধকে চিরাচরিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে ঠান্ডা লড়াই-এর উৎস দুই পরাশক্তির পরস্পরবিরোধী স্বার্থে যতটা না নিহিত ছিল, তার চেয়ে বেশি নিহিত ছিল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে।

ঠান্ডা লড়াই-এর চরিত্র ও এই সম্পর্কিত বিবিধ ভাষ্য বিশ্লেষণ করে এর কারণ সম্পর্কে অল্পকথায় সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বিশ্বরাজনীতির এক জটিল ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউই এককভাবে এই সংঘাতের জন্য দায়ী ছিল না; উভয়ই সমানভাবে দায়ী ছিল এবং উভয় শক্তিই তাদের ভাবমূর্তি ও বিপুল প্রত্যাশাসমূহের বলি হয়েছিল। এই সংঘাতের উৎস ছিল জটিল, বিচিত্রধর্মী ও বহুমাত্রিক।

Scanned with CamScanner